দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট সাড়ে তিন হাজার পদ শূন্য

■ নিজামুল হক

দেশের সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকটের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পদে পদে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। একদিকে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ঠিকমত ক্লাস হচ্ছে না, অন্যদিকে রাজধানী ও বিভাগীয় শহরের কলেজগুলোর কোন কোন বিষয়ে পদের চেয়ে বেশি শিক্ষক রয়েছেন। প্রভাবশালীদের তদবির ও মন্ত্রী সংসদ সদস্যদের ডিও লেটারের চাপে মফস্বল থেকে রাজধানী ও বিভাগীয় শহরে শিক্ষককে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। এসব শিক্ষক কোন ক্লাস না নিয়ে নিয়মিত বেতন ভাতা পাচ্ছেন। এছাড়া ভিন্ন মতের রাজনীতিতে জড়িত রয়েছে এমন অভিযোগেও বিভিন্ন সময়ে কয়েকশ' শিক্ষককে ওএসডি করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) তথ্য অনুযায়ী, দেশে ২৬৯ টি সরকারি কলেজে ১৪ হাজার শিক্ষকের পদ রয়েছে। এর মধ্যে শূন্য রয়েছে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার পদ। ওএসডি রয়েছেন তিনশ' এবং বিভিন্ন কলেজ ও মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত রয়েছেন ২শ' শিক্ষক। মফস্বলের ৮৭টি সরকারি কলেজের ১৭৬টি বিভাগ শিক্ষক শূন্য। এরমধ্যে বেশ কয়েকটি কলেজে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে একজন শিক্ষকও নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবে কারণে এ অবস্থা তৈরি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৫

সরকারি কলেজে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারি কলেজে এ অবস্থা চলছে বছরের পর বছর। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে। একটি বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে সময় লাগে দুই থেকে আড়াই বছর। আর প্রতিটি বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে ৫০০-৭০০ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু শূন্য হয় অনেক বেশি পদ। কলেজের শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে এই সংকট চলছে। সরকার বিষয়টি অবগত হলেও সমাধানে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না।

রাজধানীর ইডেন কলেজ, তিতুমির কলেজ, ঢাকা কলেজসহ ৯টি এবং বিভাগীয় শহরের বিশেষ করে বরিশাল বিএম কলেজ, ফরিদপুরের রাজেন্দ্র সরকারি কলেজ, রাজশাহী সরকারি কলেজ ও একই জেলার নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ, বগুড়ার কারমাইকেল কলেজ, পাবনার এ্যাডওয়ার্ড কলেজ, বগুড়ার আজিজুল হক কলেজ, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ, সিলেটের এমসি কলেজ এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে কোন কোন বিষয়ে পদের চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। আর্থিক লেনদেন এবং প্রভাবশালীদের মাধ্যমে এসব কলেজে শিক্ষকরা সংযুক্ত হয়ে এসেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানান, গৌরনদী সরকারি কলেজে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ থাকলেও এ বিভাগে কোন শিক্ষক নেই। এছাড়া স্বরূপকাঠি সরকারি কলেজ, ভান্ডারিয়া সরকারি কলেজ, চাখার সরকারি কলেজ, গৌরনদী সরকারি কলেজে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম শিক্ষক রয়েছে। এসব কলেজে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ জরুরি।

তিনশ শিক্ষক ওএসডি

একদিকে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে সংকট তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে অনেক মেধাবী শিক্ষককে রাজনৈতিক বিবেচনায় ওএসডি করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি অধিদপ্তর থেকে তিন বছর পূর্বে এক শিক্ষক ওএসডি হয়েছিলেন। এখনো একই অবস্থা তার। তিনি একটি সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ ছিলেন। এভাবে অনেক মেধাবী শিক্ষক এখন ওএসডি রয়েছেন। মাউশির তথ্য অনুসারে, সরকারি কলেজের ওএসডি শিক্ষকের সংখ্যা ৩শ'।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমানুর রশীদ বলেন, শিক্ষাখাতের এই অব্যবস্থা নিরসনে সরকার কাজ করছে। যেসব কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক নেই সেসব বিভাগে শিক্ষক পদায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।